তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিল যে কর্ত্রী আমি ইহাতেই শঙ্কা করিতেছি যদি অকস্মাৎ তোমার স্বামী আইসেন তবে তোমাকে আপনাতে একত্র করিবেন কিন্তু তুমি বন্ধুর নিকট লজ্জিত হইবা অতএব তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া তোমার বন্ধুর কাছে যাও। খোজেস্তা তোতার কথনানুসারে ওঠিয়া গমন করিতেছিলেন ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল ও কুক্কুট রব করিতে লাগিল এ জন্যে খোজেস্তার যাওন বারণ হইল।—

৬ ষষ্ঠ ইতিহাস।—

কান্যকুব্জের রাজার কন্যার ওপর এক ফকির আসক্ত হইয়াছিল।—

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে অস্ত হইলেন আর চন্দ্র পূর্ব্বদিগে ওদয় হইলেন সেই সময় খোজেস্তা সকল ভূষনেতে ভূষিতা হইয়া তোতার সন্নিধানে যাইয়া কহিলেন যে আমি প্রতিরাত্রিতে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে ওপন্যাস কহিতে দুঃখ দি এবং তুমিও নিদ্রা যাইতে পাও না একারন আমি বড় লজ্জিতা আছি আর তোমার অনুগ্রহের প্রতিষ্ঠা কহনের অধিক। ইহাই শুনিয়া তোতা ওত্তর করিলেক যে আমি তোমার দাস কিন্তু কখন তোমার কোন কর্ম্ম করিতে পারি নাই রায়রাঁয়াঁ নামে এক জন ছিলেন তাঁহার ওপাখ্যান শুনিয়া থাকিবা সেই রূপ আমি তোমাকে তোমার প্রিয়

তমের নিকটে অতিশীঘ্র পঁহছাইব। পরে খোজে
স্তা তোতাকে জিজ্ঞাসিলেক যে রায়রায়াঁর গর্প
কি প্রকার তাহা কহ।—

তোতা কহিলেক যে কান্যকুব্জ দেশের
রাজার অতিসুন্দরী শশিমুখী এক তনয়া ছিল।
অকস্মাৎ এক ফকির সেই কন্যার সৌন্দর্য্য
দেখিয়া আসক্ত হইয়া মুগ্ধ এবং ক্ষিপ্তের ন্যায়
হইল। যখন সে ফকিরের কিছু চৈতন্য হইত
তখন মনে বিচার করিত যে আমি ফকির তিনি
রাজকন্যা আমি কিছু তাঁহার সমান ব্যক্তি নয়ি
এ বড় অজ্ঞানের কথা যে রাজকন্যাকে লইতে
ইচ্ছা করি কখন ঠাওর করে যে রাজার আর
দীনের প্রীতি এক সমান অতএব রাজাকে
কহিলে কন্যাকে পাইব। ফকির এই সব বিবেচনা
স্থির করিয়া কএক দিবসের পর রাজনিকটে কহি
য়া পাঠাইলেক যে রাজপুত্রীকে আমাকে দেও।
রাজা ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীকে আজ্ঞা
করিলেন যে এই ফকিরকে সাজা আর দুঃখ

দেও। মন্ত্রী কহিলেক রাজার ফকিরকে দুঃখ দেওয়া রাজধর্ম্ম নয় যদি আজ্ঞা করেন তবে এ ফকিরকে আর কোন ওপায়েতে এ নগরহইতে দুর করিয়া দি। রাজা মন্ত্রির কথাতে সম্মত হইয়া কহিলেন যে তাহাই কর। অনন্তর মন্ত্রী ফকিরকে ডাকিয়া বলিল যদি তুমি এক হস্তির ভার স্বর্ন মুদ্রা সভাতে আনিয়া দেও তবে রাজকন্যাকে পাইবা। ফকির ইহাতে অতিচেষ্টিত হইয়া যাহাকে দেখে তাহারি নিকটে ওপায় জিজ্ঞাসা করে। এক ব্যক্তি ফকিরকে বড় ব্যস্ত দেখিয়া কহিলেক ও হে ফকির তোমার যাঞ্চা আর কাহাহইতে পূর্ন হইবেক না রায়রায়াঁ নামে এক জন দাতা আছেন তাঁহার নিকট চাহিবামাত্র এক হস্তির ভার স্বর্ন মুদ্রা তুমি পাইবা। ইহা শুনিয়া ফকির অন্বেষন করিয়া রায় রায়াঁর সন্নিধানে পঁহুছিয়া আপন দশার বিস্তার নিবেদন করিয়া এক হস্তির ভার স্বর্নমুদ্রা যাঞ্চা করিলেক। রায়রায়াঁ তৎক্ষনাৎ এক হস্তিতে

স্বর্ণ মুদ্রার ভার দিয়া ফকিরকে দিলেন। ফকির সেই স্বর্ণভারের হস্তী লইয়া কান্যকুব্জের রাজার নিকট পঁহুছাইলেক। রাজা মন্ত্রিকে কহিলেন যে ওপায় তুমি কহিয়াছিলা তাহাতে কিছু হইতে পারে না কেননা ফকির এক হস্তির ভার স্বর্ণ মুদ্রা ওপস্থিত করিয়াছে এখন ফকিরের কি কর্ত্তব্য? মন্ত্রী শুনিয়া কহিলেক যে ফকির এত ধন কোথা পাইলেক? বুঝি রায়রায়াঁ দিয়া থাকিবেন তাঁহার ব্যতিরেক অন্য আর কেহ এমত নাহি যে এত দান করে এখন আর কোন ওপায় করিতে হবে তারপর মন্ত্রী ফকিরকে কহিলেক যে তুমি এক হস্তী স্বর্ণ মুদ্রার ভার দিয়া রাজকন্যাকে কদাচিত পাইবা না। ফকির জিজ্ঞাসিলেক যে আর কি চাহ তাহা কহ আমি দিব। পরে মন্ত্রী কহিলেক যদি তুমি রায়রায়াঁর মস্তক আনিয়া দেও তবে অবশ্য রাজকন্যাকে পাইবা। ফকির ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার রায় রায়াঁর নিকট ওপস্থিত হইয়া কহিলেক যে তোমার

মস্তক রাজা চাহিয়াছেন   ইহা দিলে তবে আমি কন্যাকে পাইব। রায়রাঁয়া এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে তুমি খাতিরজমাতে থাকহ আমার মস্তকের কারন একান্ত ভাবিত হইও না   কেননা আমি আপন মুণ্ড আপন হস্তেতে রাখিয়াছি   যে চাহে তাহাকে দিব   অতএব এক পরামর্শ তোমাকে কহি   তুমি এক রজ্জুতে আমার গলা বন্ধন করিয়া আমাকে সশরীরে সেই রাজার নিকট লইয়া যাও এবং তাঁহাকে কহ যে তুমি যে ব্যক্তির মস্তকের জন্য কহিয়াছিলা   তাহাকে আনিয়াছি তোমার সাক্ষাতে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া দিব ইহা শুনিয়া রাজা যদ্যপি কবুল করেন তবে তৎক্ষনাৎ আমার শরীর হইতে মস্তক পৃথক করিয়া দিবা   যদি মস্তক না লইয়া আর কোন কিছু চাহেন তাহা আমি আয়োজন করিয়া দিব। ফকির সেইরূপ রজ্জু দিয়া রায়রাঁয়ার গলা বন্ধন করিয়া সেই রাজার নিকটে লইয়া যাইয়া কহিলেক যে ব্যক্তির মস্তক চাহিয়া ছিলা   আমি তাহাকে

সশরীরে আনিয়াছি বলতো তোমার সাক্ষাতে মস্তক ছেদন করিয়া দি। পরে রাজা রায়রায়াঁর পুরুষার্থ দেখিয়া তাঁহার পাদাবনত হইয়া কহিলেন মনুষ্যত্বেতে ও শূরত্বেতে তোমাহইতে আর কেহ বড় মনুষ্য পৃথিবীমধ্যে নাই আমার কি সাধ্য যে তোমার মস্তক লই? আমার কন্যা তোমার ক্রীতা দাসী তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দেও ইহা বলিয়া রাজা কন্যাকে ডাকিয়া রায়রায়াঁর হস্তে সমর্পন করিলেন।—

তোতা রায়রায়াঁর এই বাক্য শেষ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ওগো কর্ত্রী যদি আমার মস্তকেতেও তোমার প্রয়োজন থাকে তাহাও দিব মস্তক যাওনেতে খেদ করিব না তুমি তোমার প্রিয়তমের নিকট শীঘ্র যাও। তাহার পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের সমীপে যাইতে ইচ্ছা করিয়া ওঠিলেন এই সময়ে প্রাতঃকাল হইল একারন সে দিবস খোজেস্তার যাওনের বাধি হইল।—

৭ সপ্তম ইতিহাস। ৺

এক ব্যাধ এক তোতাকে বাষা সুদ্ধা ধরিয়া ছিল তাহার কথা। ৺

যখন সূর্য্য পশ্চিম দিগে গমন করিলেন আর চন্দ্র পূর্ব্ব দিগহইতে বাহির হইলেন তখন খোজেস্তা মনোদুঃখেতে বড় বাধিতা ও অশ্রুতে পরিপূর্ন চক্ষু হইয়া তোতার নিকট আসিয়া তোতা কে চিন্তিত দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন। হে তোতা অদ্য তুমি ভাবিত কেন? তোতা কহিল যে তোমার প্রিয়তম তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন তিনি তোমার প্রতি বিশ্বস্ত হবেন কি না তাহা জানি না যেমত রায় কামরূপের তোতা করিয়াছিল সেইরূপ পাছে তিনি করেন ইহাই ভাবিতেছি। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে রায় কামরূপের তোতা কিরূপ ব্যবহার রায় কামরূপের

সঙ্গে করিয়াছিল তাহা কহ। পরে তোতা রায় কামরূপ রাজার তোতার ওপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিল।—

এক সময়েতে এক ব্যাধ এক তোতার বাসাতে ফাঁদ পাতিয়া যখন বাচ্চা সুদ্ধা তোতাকে ধরিলেক তখন তোতা অনুপায় হইয়া বাচ্চার দিগকে কহিলেক এখন এই যুক্তি যে তোমরা সকলে মৃতের ন্যায় হও তবে ব্যাধ তোমার দিগকে মৃত দেখিয়া ফাঁদহইতে বাহিরে ফেলা ইয়া দিবে আমাকে একাকী লইয়া গেলে ক্ষতি নাই কেননা আমি কোন ওপায়ে রক্ষা পাইয়া তোমারদের নিকটে পঁহুছিব। পরে বাচ্চারা তদনুরূপ করিলেক। ব্যাধ তাহারদিগকে মৃত জানিয়া ফাঁদহইতে বাহিরে ফেলিবামাত্রেই তাহারা ওড়িয়া এক বৃক্ষের শাখাতে বসিলেক পরে ব্যাধ ইহাই দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইয়া যখন তোতাকে ভূমে আছাড় দিতে ওদ্যত হইল এবং কহিল বাচ্চারা তোর পরামর্শেতে পলাইয়াছে

অতএব তোকে নষ্ট করিব। তখন তোতা কহিলেক যে ওহে ব্যাধ আমাকে হত্যা করিলে তোমার কি লাভ হইবে তুমি আমাকে রক্ষা কর আমি আপনার মূল্য তোমাকে এত দেয়াইব যত কাল বাঁচিবা ততদিবস আর কোন ব্যবসা করিতে হইবেক না কেননা আমি বৈদ্যক শাস্ত্রেতে অতি নিপুন। ব্যাধ এই সকল কথা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া কহিলেক শুন তোতা আমার দেশের রাজার নাম রায় কামরূপ তিনি অনেক দিবস অবধি বড় পীড়িত তুমি তাঁহাকে সুস্থ করিতে পারিবা ?। তোতা কহিলেক এ বড় ক্ষুদ্র বিষয় আমি এমত চিকিৎসক যদি এক জনের শরীরে দুই সহস্র ব্যাধি থাকে তাহাও আমি সহজ ঔষধে দূর করিতে পারি কিন্তু তুমি আমাকে রাজার নিকট লইয়া গিয়া আমার বিদ্যার পরিচয় দেও তবে তুমি আমাকে বহুমূল্যেতে বিক্রয় করিতে পারিবা। তারপর ব্যাধ তোতাকে পিঞ্জর মধ্যে করিয়া রায় কামরূপের সমীপে লইয়া

গিয়া কহিলেক মহারাজ এই তোতা চিকিৎসা শাস্ত্রে বড় ভাল জ্ঞাত আছে রায় কামরূপ ইহা শ্রবন করিয়া কহিলেন যে এক জন শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসক আমার বড় প্রুয়োজন আছে যদি এ তোতা ভাল চিকিৎসক হয় তবে ইহার মূল্য কি লইবা? তাহা বল। ব্যাধ বলিলেক যে এ তোতার মূল্য দশ সহস্র মুদ্রা রায় তৎক্ষণাৎ দশ হাজার তঙ্কা ব্যাধিকে দিয়া তোতাকে ক্রয় করিয়া লইলেন। পরদিবস তোতা রায় কামরূপের ঔষধ প্রুস্তুত করিয়া অল্প দিবসের মধ্যে রাজার পীড়া অর্দ্ধেক উপসম করিয়া কহিলেক ও রায় কামরূপ মহারাজ আমার নিবেদন শুন আমার ঔষধে তোমার অর্দ্ধেক ব্যামোহ দূর হইয়াছে যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে পিঞ্জর হইতে বাহির কর তবে আর যে ঔষধেতে প্রুয়োজন আছে তাহা অন্বেষন করিয়া আনিয়া ভাল করিতে পারি নতুবা পিঞ্জরে থাকিয়া কি প্রুকার চেষ্টা করিব। রায় কামরূপ এইকথা সত্য

স্থান করিয়া তোতাকে পিঞ্জরহইতে বাহির করিয়া দিলেন। তোতা পিঞ্জরের বাহির হবামাত্র ওড়িয়া গেল আর আইল না।—

পরে ময়মুনের শুক এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে শুন কর্ত্রী আমিও এই ভয় করি পাছে তোমার বন্ধু রায় কাম রূপের তোতার মত অবিশ্বস্ত কর্ম্ম করেন তবে তুমি কি করিবা? অতএব কহিতেছি যাবৎ তাঁহাকে বিচার করিয়া না বুঝ তাবৎ তাঁহাকে কোন প্রকারে প্রত্যয় করিও না। তাহার পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের নিকট যাইতে ওদ্যত হইলেন ইতি মধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক এবং প্রাতঃকাল হইল এ জন্যে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না।—

৮ অষ্টম ইতিহাস।—

এক সওদাগরের স্ত্রী তাহার স্বামির সহিত চাতুরি করিয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য অস্ত গেলেন এবং চন্দ্র উদয় হইলেন তখন খোজেস্তা মনোদুঃখেতে কাতরা হইয়া তোতার সন্নিধানে বিদায় চাহিতে গেলেন। তোতা খোজেস্তাকে স্তব্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক কর্ত্রী তুমি এমন স্তব্ধ কেন আজ?। খোজেস্তা উত্তর করিলেন যে নিত্য রাত্রিতে আপন মনো দুঃখ তোমাকে জানাই কিন্তু এক দিবসও বন্ধুর নিকট যাইতে পারিলাম না এমন দিন কবে হইবে যে আমি যাইয়া প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিব?। যদি তুমি এই রাত্রিতে বিদায় দেও তবে যাই নতুবা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নিজ গৃহে যাইয়া বসিয়া থাকি। ইহা শুনিয়া তোতা

কহিলেক যে তুমি প্রতি দিবস উপন্যাস শুনিতে রাত্রি প্রভাত কর ইহাতে আমার অপরাধ কি ? আমি বলিতেছি অদ্য রাত্রিতে প্রস্থান করুন কিন্তু ইহার মধ্যে যদি তোমার পতি আসিয়া তোমাকে কোন স্থানে দেখেন তবে যে মত সয়দাগরের পত্নী চাতুরি করিয়াছিল তুমিও সেই রূপ করিয়া তোমার স্বামীকে ভুলাইও। পরে খোজেস্তা তোতাকে জিজ্ঞাসিলেন যে সয়দাগরের পত্নী কিমত চাতুরি করিয়াছিল তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।

এক নগরে এক বড় ধনবান সয়দাগরের এক সুন্দরী স্ত্রী ছিল। যখন সয়দাগর বানিজ্যার্থে অন্য দেশ গমন করিলেন তখন কতক দিনের পর সে স্ত্রী আপন স্বামী বাটীতে না আসাতে অন্য পুরুষেরদের সভাতে পুনঃ পুনঃ যাইয়া নৃত্য গীতাদি করিত ছয় বৎসরের পরে যে দিবস সয়দাগর স্বদেশে পঁহুছিলেন সে দিবস রাত্রি হইয়াছিল একারণ

ওতুযা স্ত্রী চাহে   অতএব তোমার নিকট আসি
য়াছি তুমি ওঠ এবং তাঁহার নিকট চল । সয়দা
গরের স্ত্রী কুট্টনীর কথা শুনিয়া বস্ত্র অলঙ্কারেতে
ভুষিতা হইয়া কুট্টনীর সহিত সয়দাগরের অগ্রে
আসিয়া দেখিলেক যে এ অন্য পুরুষ নহে কিন্তু
আমার স্বামী ইহাই জ্ঞাত হইয়া চেঁচাইয়া প্রতি
বাসিলোকেরদিগকে কহিতে লাগিল যে তোমরা
আসিয়া আমার নিবেদন শুন । প্রতিবাসিরা শব্দ
শুনিয়া সেই খানে ওপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞা
সিলেক   ও স্ত্রীলোক তোমার কি নিবেদন কহ

বাটী না যাইয়া এক স্থানে রহিয়া এক জন কুট্টনীকে ডাকিয়া কহিলেন যে অদ্য রাত্রির জন্যে এক সুন্দরী স্ত্রী আমাকে আনিয়া দেও। কুট্টনী জ্ঞাত ছিল যে সয়দাগরের ভার্য্যা অতিসুরূপা আর সর্ব্বত্র গমনাগমন করে তাহাকে আনা উচিত ইহাই বিবেচনা করিয়া সয়দাগরের স্ত্রীর নিকট যাইয়া কহিলেক যে এক জন ধনবান এই সহরে পঁহুছিয়াছে সেই জন এক

পরে সেই স্ত্রীলোক কহিলেক যে এই সয়দাগর আমার স্বামি ছয় বৎসর গত হইল বানিজ্যার্থে বিদেশ গিয়াছিলেন আমি সেই অবধি পথ নিরীক্ষন করিয়া আছি কবে আসিবেন? কিন্তু কএক দিবস হইল সয়দাগর বিদেশহইতে আসিয়া বাটী না যাইয়া এখানে রহিয়াছেন অতএব বুঝিতেছি যে আমাকে ভুলিয়াছেন অদ্য আমি ইহাঁর আগমন সমাচার পাইয়া এ স্থানে আসিয়াছি অতএব তোমারদিগকে আপন বিষয় সমস্ত জানাইলাম যদি তোমরা বিচার কর তবে ভাল নতুবা আমি এই নগরের কাজির নিকট যাইয়া এ স্বামীকে ত্যাগ করিব। এমত স্বামীতে আমার প্রয়োজন নাই অনন্তর পুরবাসী ব্যক্তিরা সয়দাগরকে তাহার স্ত্রীর সহিত মিলন করিয়া দিলেন পরে স্ত্রী আপন স্বামীকে সঙ্গে করিয়া বাটী গেলেন কিন্তু সেই স্ত্রীর কেবল আপনার চাতুরিতে কিছু দুর্নাম হইল না।

তোতা সয়দাগরের এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া

যোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি এক্ষনে উঠিয়া আপন প্রিয়তমের নিকট যাও আর গৌন উচিত নহে পরে যোজেস্তা যাইতে ওদ্যত হইলেন ইতি মধ্যে কুক্কুট শব্দ করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারন যোজেস্তা সে দিবস যাইতে পারিলেন না।

৯ নবম ইতিহাস।—

এক মুদির স্ত্রী অন্য এক জন পুরুষের ওপর আসক্ত হইয়া আপন শ্বশুরকে লজ্জা দিয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্র তারাগনের সহিত ওদয় হইলেন তখন খোজেস্তা বিবস্ত্রা হইয়া আসিয়া রোদন করিতেং তোতার নিকটে কহিলেন যে ওহে তোতা তুমি আমার অন্তঃকরনের কথা জ্ঞাত আছ এবং আমার দুঃখ দূরকর্ত্তা তুমি কিন্তু অদ্য আমি প্রিয়তমকে দেখিবার কারন অধৈর্য্য হইয়াছি যদ্যপি অদ্য শীঘ্র আমাকে বিদায় দেও তবে তাঁহার নিকট যাই কেননা যে জন প্রেমা সক্ত হয় সে জন ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে না যদি তুমি বিদায় না কর তবে সাধ্য নাই একারন বরদাস্ত করিব। ইহাই শুনিয়া তোতা ওত্তর দিলেক যে শুন কর্ত্রী তুমি প্রতি নিশাতে বিদায়

চাহিবার পরামর্শ করিতে আমার নিকট আসিতেছ কিন্তু আমার যুক্তিতে তোমার কোন ক্ষতি হইবেক না যেমত এক জন দোকানির স্ত্রী মন্ত্রণা করিয়া তাহার ক্ষতি হয় নাই। পরে যোজেন্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সেই দোকানির স্ত্রীর কথা কিপ্রকার তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।

এক দিবস সেই দোকানির স্ত্রী অট্টালিকার ওপরে বসিয়াছিল ইতিমধ্যে এক যুবা পুরুষ সেই স্ত্রীকে দেখিয়া তাহাতে আসক্ত হইল। সেই স্ত্রী তাহা বুঝিয়া যুবা ব্যক্তিকে সঙ্কেতে কহিলেক যে তুমি অর্দ্ধ রাত্রিতে আমার বাটীর ঐ বৃক্ষের তলে আসিয়া বসিবা পরে আমিও সেই স্থানে যাইয়া দুই জনে প্রেমালাপ করিব। অনন্তর সেই পুরুষ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রের সময় সেই স্ত্রীর কথানুসারে সেই বৃক্ষের তলে আসিয়া বসিল। তারপর সেই স্ত্রী সে পুরুষের নিকট পঁহুছিয়া দুই জনে এক শয্যাতে শয়ন করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছিল এই সময় সেই

দোকানির পিতা কোন কার্য্যের কারন বাটীর বাহির যাইতেছিলো ইতিমধ্যে আপন পুত্রবধূ অন্য পুরুষের সহিত এক শয্যাতে শয়ন করিয়া রহিয়াছে ইহাই দেখিয়া সেই স্ত্রীর এক পায়ের নুপুর খুলিয়া লইয়া আপন স্থানে রাখিয়া মনেং বিচার করিলেন যে কল্য পুত্রবধূকে সাজাই দেয়াবা পরে সে স্ত্রী যুবা পুরুষকে বিদায় করিয়া আপন স্বামির নিকট যাইয়া তাহাকে নিদ্রাহইতে জাগ্রত করিয়া কহিলেক যে এ গৃহে বড় গ্রীষ্ম অতএব চল দুই জনে ঐ বৃক্ষের তলে নিদ্রা যাই। পরে সে স্ত্রী স্বামিকে সঙ্গে লইয়া যে স্থানে যুবা পুরুষের সহিত একত্র শয়ন করিয়াছিল সেই স্থানে যাইয়া দুই স্ত্রী পুরুষে শয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনরায় স্বামিকে জাগাইয়া বলিলেক যে তোমার পিতা এইক্ষনে এখানে আসিয়া আমার এক পদের নুপুর খুলিয়া লইয়া গেলেন ইনি একে বৃদ্ধ তাহাতে পিতা তুল্য এ কেমন রীতি যে আমি স্বামির সহিত শয়ন করিয়া

রহিয়াছি এমত সময় নির্লজ্জ হইয়া কোন বিবে চনায় আমার পায়ের নূপুর লইয়া গেলেন?। দোকানি ইহা শুনিয়া পিতার ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিল। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে সেই বৃদ্ধ পুরুষ আপন পুত্রকে কহিলেন যে গত রাত্রিতে আমি কোন কর্ম্মার্থে বাহিরে যাইতে ছিলাম তাহাতে দেখিলাম যে পুত্রবধূ ওপ পতির সহিত একত্র শয়ন করিয়া রহিয়াছেন অতএব তাহার প্রমানার্থে বধুর নূপুর লইয়া রাখিয়াছি। পুত্র ইহা শুনিয়া পিতাকে বিস্তর মন্দ কহিয়া বলিতে লাগিল যে গ্রীষ্মের কারন আমি স্ত্রীর সহিত বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়াছিলাম সেই সময় তুমি যাইয়া আমার স্ত্রীর পাহইতে নূপুর লইবামাত্র স্ত্রী আমাকে চেতন করিয়া এই সম্বাদ জ্ঞাত করাইলেক। ইহা শুনিয়া পিতা লজ্জিত হইলেন সে স্ত্রীর কেবল আপন পরামর্শেতে এপ্রকার করিল।—

পরে তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজে স্তাকে কহিলেক যে এক্ষনে গাত্রোত্থান করিয়া যে তোমার মন হরন করিয়াছেন তাঁহার নিকট যাও। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা গমন করিতে ছিলেন এই কালে কুক্কুট রব করিলেক এবং প্রাতঃকাল হইল এজন্যে সে দিবসও খোজে স্তার যাওন রহিত হইল।—

১০ দশম ইতিহাস।—

এক সয়দাগরের কন্যা আর এক শৃগালের কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে রাত্রি হইল তখন খোজেস্তা কন্দর্পেতে অতিপীড়িতা হইয়া তোতার নিকটে বিদায় হইতে গমন করিয়া কহিলেন যে আমি তোমাকে বড় সুবোধ জানিয়া প্রতি রাত্রেই তোমার সমীপে আসিতেছি তাহাতে যদি তুমি আমাকে উত্তম পরামর্শ না দিবা তবে আর কে দিবে এবং তুমি আমার সহকারিতা না করিলে আর কে করিবে?। তোতা উত্তর করিলেক যে ও কর্ত্রী আমি তোমার এই বিষয়ের জন্যে এমত দুঃখী আছি তাহা কি কহিব যদি এ কার্য্য না হয় তবে যত দিন আমার প্রাণ থাকিবেক তত দিবস কদাচিত আমার চিত্তের দুঃখ যাইবে না অতএব নিত্য রাত্রিতে তোমাকে তোমার বন্ধুর স্থানে যাইতে কহি কিন্তু তুমি বিলম্ব কর আর আমার

ওপন্যাস শুনিয়া যাও না যদি তোমার গোপন কথা প্রকাশ হয় তবে তোমাকে এক মন্ত্রনা শিখাইব তাহাতে তুমি দুর্নাম আর আপদহইতে দূর থাকিবা যেমত এক শৃগাল সয়দাগারপুত্রীকে ওপায় শিখাইয়াছিল সেই ওপায়েতে সয়দাগার পুত্রী আপন বাটীতে গিয়াছিল। খোজেস্তা ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে সয়দাগারতনয়া আর শৃগালের কথা কিপ্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক নগরমধ্যে এক জন প্রবীন লোক ছিল তাহার কুরূপ আর মন্দ চরিত্র ও নির্বোধ এক পুত্র ছিল। পরে সে বালকের যুবাকাল হইলে সেই সয়দাগারের কন্যার সহিত বিবাহ দিলেক। সয়দাগারের কন্যা অতিসুন্দরী গীত শাস্ত্রে বড় নিপুনা। পরে এক রাত্রিতে সেই স্ত্রী আপন অট্টালিকার ছাতের ওপর বসিয়া রহি য়াছে ইতিমধ্যে এক জন যুবাপুরুষ সেই অট্টালিকার দেয়ালের নীচে দাঁড়াইয়া গীত

গাইতেছিল। ঐ স্ত্রী তাহার গীতের শব্দ শুনিয়া তাহাতে আসক্ত চিত্ত হইয়া অট্টালিকা হইতে নীচে আসিয়া সেই যুবার নিকট যাইয়া কহিলেক যে ওহে যুবা তুমি শুন আমার স্বামী বড় নির্বোধ ও কুৎসিত অতএব তুমি আমাকে আপন সঙ্গে লইতে পার?। সেই ব্যক্তি স্বীকার করিয়া সেইক্ষনেই দুই জনে একত্রে প্রস্থান করিয়া এক পুষ্করিনীর তটোপরি এক বৃক্ষের তলে শয়ন করিলেন। তাহারপর সেই যুবা সয়দাগরকন্যাকে নিদ্রিতা দেখিয়া তাহার অভরন চুরি করিয়া লইয়া সে স্থানহইতে পলায়ন করিলেন। পরে সেই স্ত্রীলোকের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আপন গহনা এবং সেই লোককে বিছানাতে না দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে এই ব্যক্তি আমার সহিত অবিশ্বস্ত কর্ম্ম করিয়া পলাইয়াছে কি করি ইহাই সেই পুষ্করিনীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল ইতিমধ্যে এক শৃগাল এক অস্থি দন্তে ধারন করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া

পুষ্করিনির ধারেতে এক মৎস্য দেখিয়া অস্থি দন্ত হইতে ফেলাইয়া মৎস্যের দিগে দৌড়াইলেন ইত্যবসরে সেই অস্থি কুক্কুরে লইয়া গেল এবং- মৎস্যও জলমধ্যে প্রবেশ করিল। তারপর শৃগাল ফের আসিয়া অস্থিও পাইল না। পরে সেই স্ত্রীলোক এই কৌতুক দেখিয়া হাসিতে শৃগাল জিজ্ঞাসিলেক যে ও স্ত্রীলোক কে তুমি? কিকারন এ স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ?। সে স্ত্রী আপন দশার সমস্ত বিবরন কহিলেক। শৃগাল ইহা শুনিয়া বলিল যে এখনকার পরামর্শ এই যে তুমি ক্ষিপ্তের ন্যায় হাসিতেং আর রোদন করিতেং আপন বাটীতে যাও তবে তোমাকে ক্ষিপ্ত দেখিয়া কেহ কিছু বলিবেক না। সে স্ত্রীলোক এইরূপ প্রবঞ্চনা করিলে অন্য কেহ তাহাকে মন্দ বলিতে পারিল না।

তোতা এই ইতিহাস সাক্ষি করিয়া খোজেস্তাকে বলিলেক যে এখন সময় ভাল বটে তুমি ওঠ

আর তোমার বন্ধুর নিকট প্রস্থান কর কিছু
ভাবনা করিও না। যদি তোমার কোন আপদ
উপস্থিত হয় তবে তুমি যেমন শুনিলা সেইরূপ
রক্ষনা করিও। পরে যোজেস্তা যখন আপন প্রিয়
তমের নিকট যাইতে ইচ্ছা করিলেন তৎসময়
উষাকাল হইল ও কুক্কুট রব করিতে লাগিল
একারন যোজেস্তার যাওন বারন হইল। —

১১ একাদশ ইতিহাস।—

এক ব্যাঘ্রের কাছে এক ব্রাহ্মন লোভ করিয়া প্রান হারাইয়াছিল তাহার কথা।—

যে সময়ে সূর্য্যাস্তে চন্দ্র উদয় হইলেন সেই কালে খোজেস্তা বিদায়ক্কারন শুকের নিকট গিয়া কহিলেন যে আমি বুঝিলাম আমার বেদনার সমাচার তুমি জানিয়া আমাকে বিদায় না করিয়া নিত্য ইতিহাস শুনাইতেছ এ কেমন ধারা। তোতা উত্তর করিলেক যে আমি ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি শীঘ্র আপন প্রিয়তমের নিকট পঁহছ কিন্তু তুমি আপনি গৌন করিতেছ ইহাতে আমার কিছু ত্রুটি নাই তুমি অদ্য রাত্রিতে ত্বরা করিয়া যাও কিন্তু শীঘ্র বাহু ড়িয়া আইস সেখানে কোন লোভ করিয়া থাকিও না কেননা লোভ করাতে বড় মন্দ যেমন এক

ব্রাহ্মন লোভ করিয়া প্রান হারাইয়াছিল। খোজে
স্তা জিজ্ঞাসিলেক যে ব্রাহ্মন কিপ্রকার লোভ
করিয়াছিল তাহা কহ। শুক বলিতে লাগিল।

এক নগরে এক ব্রাহ্মন ধনবান ছিলেন অক
স্মাৎ সে ব্রাহ্মন দৈন্য হইয়া অনুপায় দেখিয়া
বিদেশে গমন করিলেন। পরে এক দিবস
সেই বিপ্র বনমধ্যে পঁহুছিয়া দেখিলেক যে এক
সরোবরের পাড়েতে এক ব্যাঘ্র পড়িয়া রহিয়াছে
তাহার সম্মুখে এক খেঁকশিয়ালি আর এক হরিন
দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বিপ্র ইহা দেখিয়া ভয় পাইয়া
দাঁড়াইলেন ইতিমধ্যে সেই খেঁকশিয়ালির
আর মৃগের দৃষ্টি ব্রাহ্মনের ওপর পড়িবামাত্রে
তাহারা পরামর্শ করিলেক যদি ব্যাঘ্র এই দুঃখী
ব্যক্তিকে দেখে তবে নষ্ট করিবেক অতএব
কোন ওপায় কর্ত্তব্য যেন ব্যাঘ্র ওহাকে নষ্ট না
করিয়া কিছু দেয়। মৃগ আর খেঁকশিয়ালি
এই যুক্তি স্থির করিয়া ব্যাঘ্রকে কহিতে লাগিল
যে তোমার দান এমত প্রকাশ হইয়াছে যে

ইহা শুনিয়া অদ্য এক দুঃখী ব্রাহ্মন ভিক্ষা করিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র ব্রাহ্মনকে দেখিয়া তাঁহাকে আপন নিকটে ডাকিয়া বিস্তর অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বে যে সব ব্যক্তিরদিগকে ভক্ষন করিয়াছিল তাহারদের অলঙ্কার সকল সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছিল সে সমস্ত আভরন বিপ্রকে দিয়া বিদায় করিল পরে ব্রাহ্মন স্বর্নের লোভেতে পুনরায় সেই ব্যাঘ্রের নিকটে গেলেন সে দিবস এক গোবাঘা আর এক কুক্কুর সেই ব্যাঘ্রের নিকটে ছিল তাহারা ব্রাহ্মনকে দেখিয়া ব্যাঘ্রকে কহিলেক এই মনুষ্যের এত আস্পর্দ্ধা যে তুমি না ডাকিতে আপনি তোমার সমীপে আসিতেছে কিছু ভয় করে না। ব্যাঘ্র ইহারদের কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া লম্ফ দিয়া আসিয়া সেই ব্রাহ্মনকে চিরিয়া খান২ করিল।

শুক এই কথা সমাপ্ত করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে ব্রাহ্মন যদি লোভ না করিত

তবে নষ্ট হইত না অতএব যে কেহ লোভ করে সে আপদে পড়ে কিন্তু এক্ষনে এক প্রহর রাত্রি আছে অতএব তুমি শীঘ্র তোমার প্রিয়তমের স্থানে যাইয়া সাক্ষাৎ করিয়া আইস। পরে খোজেস্তা উঠিয়া গমন করিতেছিলেন এমত সময় প্রাতঃকাল হইল ও কুক্কুট রব করিতে লাগিল একারন খোজেস্তার যাওন রহিত হইল।

১২ দ্বাদশ ইতিহাস।—

এক বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের নিকট এক বিড়াল মুষিকের দিগকে নষ্ট করিয়া আপন কার্য্যহইতে অপদস্থ হইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্র ওদয় হইল তখন খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকট যাইয়া তোতাকে ভাবনাযুক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে তুমি ভাবিত কেন?। তোতা ওত্তর করিলেক যে আর কোন ওদ্বেগ নাই কেবল তোমার ভাবনায় আমাকে ভাবিত করিয়াছে কেননা তুমি নিত্য রাত্রিতেই আমার স্থানে ওপকথা শুনিয়া প্রিয়তমের নিকট যাইতে পার না ইহাতে আমি বড় ভয় পাই তেছি যদি তোমার পতি অকস্মাৎ পঁহুছেন তবে তুমি তোমার বন্ধুর নিকট যাইতে না পারিয়া লজ্জিতা হইবা যেমত বিড়াল সকল মুষিককে নষ্ট

করিয়া অপদস্থ আর লজ্জিত হইয়াছিল। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক এ বড় আশ্চর্য্য কথা ইন্দুর বিড়ালের খাদ্য বস্তু তাহাকে নষ্ট করাতে কিরূপে বিড়াল অপদস্থ ও লজ্জিত হইল তাহা কহ। পরে তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক বনেতে এক অতি বৃদ্ধ ব্যাঘ্র থাকিত সেই ব্যাঘ্রের বার্দ্ধক্যের কারন সমস্ত দন্তেতে ছিদ্র হইয়াছিল ব্যাঘ্র যখন মাংস ভোজন করিত তখন মাংসখণ্ড সেই দন্তের ছিদ্রেতে কিঞ্চিৎ২ লাগিয়া থাকিত অপর সেই বনে বিস্তর মুষিক ছিল তাহাতে ব্যাঘ্র নিদ্রা গেলে তাহারা ঐ সকল মাংসখণ্ড দন্তহইতে টানিয়া লইত এ জন্যে ব্যাঘ্রের সুখের নিদ্রাতে দুঃখ হইত ব্যাঘ্র ইন্দুরেরদিগকে দুর করিবার কারন আর২ যে সব সভাসত পশু ছিল তাহারদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসিলেন তাহাতে খেঁকশিয়ালি নিবেদন করিলেক যে তোমার প্রজা এক বিড়াল আছে

ব্যাঘ্র সেই বিড়ালকে বিস্তর অনুগ্রহ করিয়া তাহার
পদবৃদ্ধি করিলেক। কিন্তু বিড়াল ইন্দুরেরদিগকে
কেবল ভয় দেখাইত কেননা ইন্দুরেরদিগকে
নষ্ট করিলে ব্যাঘ্রের সহিত আমার কোন প্রয়ো
জন থাকিবেক না এবং আমাকেও এ কর্ম্মে নি
যুক্ত রাখিবেক না। ইহা বিবেচনা করিয়া কখন
একটি ইন্দুরকেও নষ্ট করিত না পরে এক দিবস
বিড়াল আপন বৎসকে ব্যাঘ্রের নিকট আনিয়া
কহিলেক যে আমি অদ্য কোন স্থানে এক কার্য্যে
যাইতে চাহি যদি আজ্ঞা হয় তবে আপন বৎস

তাহাকে আজ্ঞা কর যে সমস্ত রাত্রি এখানে চৌকিদারি করে। ব্যাঘ্র খেঁকশিয়ালির মন্ত্রণায় নিষ্কর্ম্মান্বিত এক বিড়ালকে ডাকাইয়া কোটালের কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিল। পরে বিড়াল তদাজ্ঞানুসারে কোটালি কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইলে ইন্দুরেরা বিড়ালকে দেখিয়া পলাইল। সেই দিবসাবধি ব্যাঘ্র স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইত একারন

কে এ কৰ্ম্মে নিযুক্ত করিয়া যাই কল্য আসিয়া পঁহুছিব। পরে ব্যাঘ্র বিদায় করিলে বিড়াল আপন বৎসকে কার্য্যস্থানে রাখিয়া অন্যত্রে গেল। অনন্তর বিড়ালের বৎস যে ইন্দুরকে দেখে তাহাকেই নষ্ট করে এই রূপে সকল ইন্দুরকে নষ্ট করিলেক এক দিন ও এক রাত্রির মধ্যে সকল ইন্দুর নষ্ট হইল। দ্বিতীয় দিবস বিড়াল পঁহুছিয়া ইন্দুরেরদিগকে নষ্ট দেখিয়া আপন বৎসকে তিরস্কার করিয়া কহিলেক যে তুই কেন ইন্দুরেরদিগকে নষ্ট করিয়াছিস?। বৎস বলিলেক যে তুমি গমন সময় কেন আমাকে বারণ কর নাই ইহাতে বিড়াল ও বিড়ালবৎস দুই জনেই অপ্রস্তুত হইলে কএক দিবস পরে ব্যাঘ্র কোটালি কৰ্ম্ম হইতে বিড়ালকে তগির করিলেক।

তোতা এই ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া খোজেস্তা কে কহিলেক যে তোমার এ কি মন্দ ধারা দেখি তেজি বন্ধুর নিকট যাইতে কেন গৌণ করিতেছ? শীঘ্র যাও কেননা যদি তোমার স্বামী আসিয়া

পঁহুছেন তবে তুমি তোমার প্রিয়তমের নিকটে
বিড়ালের ন্যায় অপ্রস্তুত হইবা। ইহা শুনিয়া
যোজেস্তা উঠিয়া আপন বন্ধুর নিকট যাইবেন
এই সময় প্রাতঃকাল হইল ও কুক্কুট রব করিল
অতএব সে দিবস যোজেস্তা যাইতে পারিলেন
না। —

১৩ ত্রয়োদশ ইতিহাস।—

সকল মণ্ডুকের প্রধান সান্দুর নামে এক মণ্ডুক ছিল তাহার এবং এক ভুজঙ্গের কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা নানা বিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া বিদায়ের অনুমতি চাহিতে তোতার সমীপে গিয়া কহিলেন যে আমি তোমাকে বড় বুদ্ধিমন্ত জানিয়া তোমার জ্ঞান বাক্য প্রতি রাত্রিতেই শুনি কিন্তু তোমার পরামর্শেতে আমার উপকার ও বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইল না। তোতা উত্তর করিল যদ্যপি এই কর্ম্মে অনেক গৌন হইতেছে তথাপি তুমি খাতির জমায় থাকহ আমি তোমাকে তোমার প্রিয়তমের নিকট পঁহুছাইব ও খোজেস্তা তোমাকে আর ও কহি শুন যাহার সকল কর্ম্মে দৃষ্টি থাকে তাহাকে বুদ্ধিমন্ত কহি এবং যে শেষ বিবেচনা না করিয়া কর্ম্ম করে সে সান্দুর মণ্ডুকের ন্যায়

অপ্রতিভ হয়। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সাপুর মণ্ডুকের উপাখ্যান কিমত তাহা আমাকে কহ। তোতা বলিতে আরম্ভ করিলেক।—

আরব্ দেশে এক বড় গভীর কূপমধ্যে বিস্তর মণ্ডুকের সরদার সাপুর নামে এক মণ্ডুক ছিল। পরে সাপুর সমস্ত মণ্ডুকের উপর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলে মণ্ডুকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরস্পর কহিলেক যে সাপুরের উৎপাতেতে আমারদের প্রাণ শেষ হইল অতএব এই উচিত যে আর এক মণ্ডুককে প্রধান করি তাহারা এই পরামর্শ স্থির করিয়া আর এক ভেককে সর দার করিয়া সাপুরকে সে স্থানহইতে বাহির করিয়া দিলেক। অনন্তর সাপুর অনুপায় দেখিয়া এক সর্পের সুড়ঙ্গের নিকট যাইয়া অল্পে২ শব্দ করিতে লাগিল। সর্প ঐ শব্দ শুনিয়া সুড়ঙ্গহইতে আপন মস্তক বাহির করিয়া সাপুর মণ্ডুককে দেখিয়া বিস্তর হাস্য করিয়া কহিলেক যে ও মণ্ডুক তুমি আমার ভক্ষ্য দ্রব্য

অতএব কেন আপন প্রাণ দিতে আমার নিকটে আসিয়াছ ?। সাপুর উত্তর করিলেক যে আমি তোমার নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। সর্প জিজ্ঞাসিল যে সে কি তাহা কহ। সাপুর মণ্ডুক আপনার দশা জানাইয়া বলিলেক যে মণ্ডুকেরদিগকে তুমি নষ্ট করিয়া আমার স্থান আমাকে দেও। সর্প ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া সাপুরকে অনুগ্রহ করিয়া কহিলেক যে সে কূপ আমাকে দেখাও তবে তাহারদিগকে হস্তবশ করিয়া তোমার বাসস্থান তোমাকে দিয়া আসিব। পরে সাপুর ভুজঙ্গকে সঙ্গে লইয়া গমন করিয়া সেই কূপ দেখাইলে সর্প তাহার মধ্যে যাইয়া কিছু দিবসেতে সাপুর ব্যতিরেক সে সকল মণ্ডুককে ভক্ষন করিলেক পরে এক দিবস সেই সর্প সাপুরকে কহিলেক যে আরত একটি মণ্ডুক ও কূপমধ্যে নাই এখন আমি বড় ক্ষুধিত আছি অতএব শীঘ্র তুমি আমার আহারের আয়োজন কর কদাচ অভুক্ত রাখিও না। সাপুর সর্পকে

কহিলেক যে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া মণ্ডুকের
দিগকে নষ্ট করিয়া আমার বাসস্থান লইয়াছ
এখন আমার স্থান আমাকে দিয়া তুমি আপন
বাটীতে যাও। ইহাতে সর্প বলিল যে তোমাকেও
ত্যাগ করিয়া যাইব না। ইহা শ্রবনমাত্র সাপুর
ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল যে হায় কেন সর্পের
স্থানে উপকার চাহিয়াছিলাম ভাল করি নাই।
পরে সাপুর বিবেচনা করিয়া সর্পকে কহিলেক
যে এ স্থানহইতে কিছু দূরে মণ্ডুকেতে পরিপূর্ন
এক কূপ আছে যদি আমাকে আজ্ঞা কর তবে
আমি সে স্থানে যাইয়া কোনরূপে তাহারদিগকে
ভুলাইয়া তোমার নিকটে আনি। ইহা শুনিয়া
সর্প তুষ্ট হইয়া সাপুরকে বিদায় দিল। পরে
সাপুর সেই কূপহইতে বাহিরে আসিবামাত্র
পলাইয়া এক বড় পুষ্করিনীতে লুকাইয়া রহিল।
কএক দিবসাবধি সাপুরের না আসাতে সর্প
কূপহইতে বাহির হইয়া আপন স্থানে গমন
করিলেক।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এখন তুমি যাও কদাচ গৌন করিও না। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলেই কুক্কুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারন সে দিবস যাইতে পারিলেন না।—

১৪ চতুর্দ্দশ ইতিহাস ।—

এক শিয়াগোস এক ব্যাঘ্রের স্থান লইয়াছিল তাহার কথা ।—

যখন সূর্য্য পশ্চিম দিগে গেলেন ও চন্দ্র উদয় হইলেন সেই কালে খোজেস্তা রোদন করিতেং তোতার অগ্রে আসিয়া কহিলেক যে নিত্য রজনীতে পরামর্শ লইতে ও বিদায় হইতে তোমার নিকট আসি তাহাতে তুমি ইতিহাস কহ। কিন্তু ইতিহাস শুনিবার কারণ আমি আসি না। তোতা উত্তর করিলেক যে ইহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবেক না বরং তোমার লভ্য হইবেক অতএব তুমি অদ্য নিশাতে শীঘ্র গমন করিয়া আপন প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ কর যদি কোন শত্রু তোমার সন্ধানে উপস্থিত হয় তবে তুমি শিয়াগোসের মত ছলনা আরম্ভ করিও।

ইহা শুনিয়া খোতেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে শিয়া গোসের ওপাখ্যান কি পুকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক গহনে এক ব্যাঘ্র আর তাহার সভাসত এক বানর ছিল পরে এক দিবস ব্যাঘ্র ভ্রমন করিতে গেলে এক শিয়াগোস সেই স্থান ভাল দেখিয়া তাহা অধিকার করিয়া লইলে সেই বানর তাহাকে কহিলেক যে ও শিয়াগোস এ স্থান ব্যাঘ্রের তোমার এমন কি ক্ষমতা যে তুমি বিনা আজ্ঞায় ব্যাঘ্রের স্থানে বাস করিবা ?। শিয়া গোস ওত্তর করিলেক যে এই স্থান আমার পৈত্রিক অতএব আমি লইলাম তুই কি জানিস যে আমাকে ঐমত বলিস। বানর ইহা শুনিয়া নিরস্ত হইলে সেই শিয়াগোসের স্ত্রী শিয়াগোস কে কহিলেক যে আমারদের এ স্থানে থাকা কোন পুকারেই পরামর্শ নয় কেননা আমরা ক্ষুদ্র জন্তু হইয়া ব্যাঘ্রের সহিত আপনাকে সমান করিতেছি এ কেবল নষ্ট হইবার কারন। ইহা

শুনিয়া শিয়াগোস স্ত্রীকে কহিলেক যে প্রিয়ে তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। যে কালে ব্যাঘ্র আসিবেক সেই কালে আমি কোন ছলেতে তাহাকে এ স্থানহইতে দূর করিব। পরে কিছু কালানন্তরে সেই বানর ব্যাঘ্রের আগমনের সংবাদ পাইয়া অগ্রে গিয়া শিয়াগোসের সহিত যেমতং কথোপকথনের দ্বারা কলহ হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত ব্যাঘ্রকে জ্ঞাত করাইলেক। ব্যাঘ্র তাহা শুনিয়া বানরকে কহিলেক যে শিয়াগোসের সাধ্য নয় যে আমার স্থান লয় অতএব বুঝি সে আমাহইতে কোন বলবান জন্তু হইবেক। বানর বলিল সে তোমাহইতে কোনমতে বড় নয়। ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার উত্তর করিলেক যে এ কি কথা আমাহইতে বহু জন্তু বলবান এবং বড় আছে ইহা বলিয়া ব্যাঘ্র ভীত হইয়া আপন স্থানের নিকট গমন করিয়া গোপনে রহিল। শিয়াগোস ব্যাঘ্রের আগমনের পূর্ব্বে আপন স্ত্রীকে কহিলেক যে আমি অনুমান করিতেছি

বানর ব্যাঘ্রকে আনিতে গিয়াছে কি জানি কখন আইসে অতএব এক্ষনে এই পরামর্শ যখন ব্যাঘ্র নিকট পঁহুছিবেক তখন তুমি বৎসের দিগকে ক্রন্দন করাইও তাহাতে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব যে কেন বৎসেরা রোদন করিতেছে? সেই সময় তুমি কহিও ঘরে যে মাংস আছে তাহা ভোজন না করিয়া ব্যাঘ্রের টাটকা মাংস ভোজন করিতে চাহিয়া রোদন করিতেছে। তাহার পর শিয়াগোসের স্ত্রী ব্যাঘ্রকে বাটীর নিকট আসিতে দেখিয়া বৎসেরদিগকে রোদন করাইতে লাগিল তাহা শুনিয়া শিয়াগোস আপন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিলেক যে বৎসেরা কি জন্যে ক্রন্দন করিতেছে?। স্ত্রী কহিলেক যে বৎসেরা খাইতে না পাইয়া রোদন করিতেছে। শিয়াগোস কহিলেক কেনে কালিকে বিস্তর ব্যাঘ্রের মাংস আনিয়া তোমাকে দিয়াছিলাম তাহা কিছু নাই?। স্ত্রী উত্তর করিল যে বাসি মাংস ভক্ষন না করিয়া টাটকা

মাংস খাইতে চাহে। তখন শিয়াগোস বৎসেরদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিল যে তোমরা রোদন করিও না কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর আমি শুনিয়াছি যে এখানকার ব্যাঘ্র অদ্য পঁহুছিবে অতএব কিছু ভাবনা নাই ঐ ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিয়া টাটকা মাংস ভোজন করাইব। পরে ব্যাঘ্র শিয়াগোসের এই কথা শুনিয়া তাহাকে চিনিতে না পারিয়া দূরে পলাইয়া বানরকে কহিলেক যে আমি পূর্ব্বে শুনিবামাত্রেই বলিয়াছিলাম সে শিয়াগোস নয় তাহার এমত যোগ্যতা কি? আর কোন শক্তিমান পশু হইবেক। বানর প্রত্যুত্তর করিলেক যে আপনি শঙ্কা করিবেন না ও শিয়াগোসি বটে তোমাকে ভয় দেখাইতেছে এই কথায় ব্যাঘ্র ফের শিয়াগোসের বাসার সমীপে গেল তাহা দেখিয়া শিয়াগোসের স্ত্রী পুনর্ব্বার বৎসেরদিগকে রোদন করাইতে লাগিল শিয়াগোস কহিলেক যে ও স্ত্রী বৎসেরদিগকে চুপ করাও অদ্য ব্যাঘ্রের মাংস অবশ্য পাইব কেননা

বানর আমার অতি প্রিয়তম অতএব আমার নিকট দিব্বি করিয়া কবুল করিয়াছে যে কোন প্রকারে ব্যাঘ্রকে ভুলাইয়া আমার নিকটে আনিবেক অতএব তুমি বৎসেরদিগকে চুপ করাও নতুবা ব্যাঘ্র আমারদের কথার শব্দ শুনিয়া এখানে আসিবেক না ব্যাঘ্র এই সকল বাক্য শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বানরকে ধরিয়া খানং করিয়া পলায়ন করিলেক পুনর্ব্বার আর আইল না।—

তোতা শিয়াগোসের কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি আপন প্রিয়তমের নিকট যাও যদি কোন আপদ ঘটে তবে তুমি এইমত বঞ্চনা করিও তবে অবশ্য রক্ষা পাইবা। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা যাইতেছিলেন ইতিমধ্যে ঊষাকাল হইল ইহাতে সে দিবসও যাওন হইল না।—

১৫ পঞ্চদশ ইতিহ।

জরির নামে এক জন তাঁতি ছিল সে আপ নার কপাল সহকারি করে নাই তাহার কথা।

যখন সূর্য্যাস্তে রাত্রি হইল তখন খোজেস্তা এক প্রহর রাত্রির পরে ওত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তোতার নিকটে যাইয়া কহিলেন যে তুমি আমার ব্যাপক কালের বন্ধু বট কিন্তু তোমার বিস্তর কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলাম যে তোমা হইতে আমার কিছু ওপকার হইল না। তোতা ইহার ওত্তর করিলেক যে কর্ত্রী কেন আপনি ক্রোধ করিয়া এমত আজ্ঞা করিতেছেন আমি নিত্য রাত্রেই তোমাকে বিদায় দি কিন্তু তোমার প্রাক্তন জরির তন্তুবায়ের ন্যায় মন্দ অতএব তুমি যাইতে পার না ইহাতে আমার অপরাধ কি। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে জরিরের

উপন্যাস কিমত তাহা কহ। তোতা বলিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক নগরে জরির নামে এক জন তন্তুবায় ছিল সে সর্ব্বদা পট্টবস্ত্র বুনিত এক দণ্ডও অবকাশ ছিল না তথাচ তাহার কিছু লভ্য হইত না। এক জন মন্দ বস্ত্র বুনক জরিরের বন্ধু ছিল। পরে এক দিবস জরির সেই বন্ধুর স্বর্ণাদি পরিপূর্ণ অট্টালিকাময় বাটীতে যাইয়া মনেং বিবেচনা করিলেক যে আমি রাজাধিরাজের উপযুক্ত বস্ত্র বুনি তথাচ আমার কটিতে লবণ হয় না এই ব্যক্তি এমত মন্দ বস্ত্র বুনিয়া এত অর্থ কোথাহইতে পাইলেক ইহা বিবেচনা করিতেং আপন বাটীতে আসিয়া স্ত্রীকে কহিলেক যে এই নগরমধ্যে আমার তুল্য বস্ত্র বুনিতে কেহ পারে না কিন্তু সকলে আমার ব্যবসায়কে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে অতএব উচিত হয় যে আমি অন্য সহরে যাই সে স্থানে আমার বিস্তর সম্মান এবং মর্য্যাদা হইবেক। পরে জরিরের স্ত্রী উত্তর করিলেক

যাহা তোমার অদৃষ্টে আছে যেখানে যাইবা তাহাই হইবেক এক দিবসও কপালের অধিক কিছুই তুমি পাইবে না। অতএব কেন বিদেশ যাইয়া কর্ম্মভোগ করিবা ?। জরির ইহা না শুনিয়া গমন করিয়া এক সহরে পঁহুছিয়া কিছু কাল সেই স্থানে থাকিয়া ব্যবসার দ্বারা বিস্তর মুদ্রা পাইয়া জরির তাহার আপন বাটীতে গমন করিতে পথমধ্যে রাত্রি হইল এক স্থানে থাকিয়া অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিল। পরে জরিরের নিদ্রা হইলে এক চোর তাহার সকল টাকা চুরি করিয়া পলাইতেই জরির গাত্রোত্থান করিয়া চোরের পশ্চাৎ দৌড়াইয়া গেল। কিন্তু ধরিতে না পারিয়া অত্যন্ত জরির উদ্বিগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার সেই দেশে যাইয়া কিছুকাল ব্যবসা করিয়া অনেক মুদ্রা একত্র করিয়া পুনর্ব্বার বাটী প্রস্থান করিল। যে স্থানে রাত্রি হয় অতিসাবধানে সেই স্থানে থাকে তথাচ তাহার মুদ্রা চোরে লয়

জরির ইহাতেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রিক্তহস্তে বাটী পঁহুছিয়া এই সব কথা আপন স্ত্রীকে কহিলেক। স্ত্রী ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেক যে প্রথমেতেই আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে যাহা কপালে আছে কোন স্থানে গেলে তাহার অধিক হইবেক না। কিন্তু তুমি ইহা না শুনিয়া বিদেশ গিয়াছিলা কহ? কি লভ্য করিলা? এই কথায় জরির বড় লজ্জিত হইল।—

তোতা এই উপন্যাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি আর গৌণ করিও না ত্বরা শীঘ্র আপন বন্ধুর নিকট যাও তখন খোজেস্তা সে স্থানে গমন করিতে গাত্রোত্থান করিলেই প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার সে দিনেও যাওন হইল না।—

৪১ ষোড়শ ইতিহাস।

চারি জন ধনবান গরিব হইয়াছিল তাহার কথা।

যখন সূর্য্য অস্ত হইল এবং চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা প্রেমানলে দগ্ধা হইয়া ক্রন্দন করিতেং তোতার অগ্রে যাইয়া কহিলেক ওহে শ্যামবর্ন তোতা তুমি প্রত্যহ জ্ঞান বাক্য কহিয়া আমার গমন বারন করিতেছ কিন্তু তোমার নীতবাক্যেতে আমার কোন উপকার হইবে না কেননা যে ব্যাক্তি প্রেমাসক্ত হয় তাহার নীতবচনে কি হইতে পারে অতএব আমি প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া যে রূপ দগ্ধচিত্তা হইতেছি তাহা কি কহিব? তোতা কহিলেক শুন কত্রী বন্ধুলোকের বাক্য শ্রবন করা উচিত কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া কার্য্য করে সে দুঃখ পায় এবং লজ্জিত হয়। যে মত চারিজন বন্ধুর মধ্যে এক জন কথা না শুনিয়া

ব্যামহ পাইয়া ছিল ? খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সে কিরূপ ইতিহাস তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক ।—

বলক নামে এক সহরে চারি জন বন্ধু হীনবান ছিল তাহারদের অত্যন্ত প্রীতি ছিল । কতক কাল পরে সেই চারি জন দুঃখী হইয়া বহুশাস্ত্রজ্ঞ এক পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া আপনারদের দশার বিস্তারিত কহিলেন সেই পণ্ডিত তাহারদিগকে অনুগ্রহ করিয়া সেই চারি জনকে চারি মনি দিয়া কহিলেন যে এই চারি মনি তোমরা চারি জনে আপন২ মস্তকে রাখিয়া প্রস্থান কর । কিন্তু যাহার মস্তকহইতে মনি যে স্থানে পড়িবেক সেই ভূমি খনন করিলে যাহা বাহির হইবেক সে ব্যক্তি তাহাই লইবেক । পণ্ডিত এই রূপে সকলকে বিদায় করিলে তাহারা পণ্ডিতের আজ্ঞানুসারে কিছু দূরে গমন করিতে এক জনের মস্তকের মনি খুলিয়া ভূমিতে পড়িলে ঐ ব্যক্তি সেই স্থান খনন করিয়া তাম্র দেখিয়া আর তিন

জনকে কহিলে যে আমার পাকুনে তাম্র ছিল তাহা বাহির হইল অতএব আমি এ তাম্রকে স্বর্ণহইতে উত্তম জানিয়া লইলাম যদি তোমরা চাহ তবে এই স্থানে থাক। তাহারা তিন ব্যক্তি স্বীকৃত না হইয়া কিছু পথ যাইতে দ্বিতীয় জনের মাথার মনি মৃত্তিকায় পতন হইলে সে ব্যক্তি সেই স্থান খুদিয়া রুপার আকার দেখিয়া অন্য দুই জনকে বলিলেক যে আমার কপালহইতে রুপা বাহির হইয়াছে অতএব তোমরাও এই স্থানে থাকিয়া লও এবং তাহারা দুই পুরুষ সম্মত না হইয়া সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিতেই তৃতীয় ব্যক্তির মস্তকের মনি মাটিতে পড়িল পরে সেই জন ঐ স্থান খুদিয়া স্বর্নের আকার দেখিয়া চতুর্থ জনকে কহিলেক স্বর্ণ হইতে অধিক আর কোন বস্তু নাই অতএব আইস দুই জনে এই স্থানে থাকি। চতুর্থ ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া মনে করিলেক যে আরও অগ্রে গেলে রত্ন পাইব ইহা ভাবিয়া এক ক্রোশ পথ গমন করিতেই সেই মনি ভুমিতে

পড়িলে সে জন সেই স্থান খনন করিয়া লোহার আকার দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেক যে হায় কেন স্বর্ণ ত্যাগ করিলাম যদি বন্ধুর কথা শুনিতাম তবে ভাল হইত ইহা বলিয়া সেই স্থানে আসিয়া বন্ধুর এবং স্বর্ণের অন্বেষন করিলেন তাহা দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার সে লোহা লইতে আসিয়া বিস্তর অন্বেষন করিলে তাহাও পাইল না। অনন্তর সেই দুঃখী অনুপায় দেখিয়া সেই পণ্ডিতের নিকট গমন করিলে তাহাকেও সে স্থানে না দেখিয়া অতি খেদিত হইল।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে কেহ আপন বন্ধুর কথা না মানে সে এই মত দুঃখ ও লজ্জা পায় অতএব তুমি এখন আপন প্রিয়তমের স্থানে যাও কেননা এই সময় যাওয়া ভাল। পরে খোজেস্তা যাইতে ওদ্যত হইলেই পক্ষিগনেরা রব করিতে লাগিল ও প্রাতঃকাল হইল অতএব যাওয়া হইল না।

১৭ সপ্তদশ ইতিহাস।—

এক শৃগাল রাজা হইয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা।—

সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেলে চন্দ্র পূর্ব্ব দিগ হইতে বাহির হইলে খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গিয়া তোতাকে ওদ্বিগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ওহে তোতা বুদ্ধিবান কিমর্থে ভাবিত বসিয়া আছ ?। তোতা ওত্তর করিলেক যে আপনি পুরান লোকের পরিজন কিন্তু তোমার সখার গোষ্ঠি ও জাতি ওত্তম কি নীচ তাহা না জানিয়া ভাবিত আছি যদি তিনি ভাল জাতি হন তবে তাঁহার সহিত তোমার প্রেম করাতে ক্ষেতি নাই এবং অপরা মর্শও নয়। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা কহিলেন যে তোতা তুমি আমার মনোজ্ঞ যথার্থ বলিতেছ কিন্তু তাহা আমি কিরূপে জ্ঞাত হইব ? তোতা ওত্তর করিলেক যে ভাল মন্দ মনুষ্যের কথোপকথনের দ্বারা জানা যায় তুমি এক শৃগালের কথা

শুন নাই। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে সে কি প্রকার আমি জ্ঞাত নহি তাহা তুমি কহ। তোতা কহিতে লাগিল।—

এক শৃগাল সর্ব্বদা এক নগরে লোকেরদের বাটী যাইয়া সকল বস্তুতেই মুখ দিত। পরে এক রাত্রিতে আপন সময়ানুসারে এক নিলকারের বাটী গিয়া নিলের জালাইতে মস্তক প্রবেশ করাইতে সেই জালামধ্যে পড়িয়া শরীর নীলবর্ন হইয়া বহুশ্রমে জালাহইতে বাহির হইয়া বনে গেল। আর২ জন্তুরা তাহার চমৎকার মূর্ত্তি দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে এ কোন বৃহৎজন্তু হইবেক। পরে সকল পশুরা তাহাকে আপনারদের প্রধান করিয়া সেই শৃগালের আজ্ঞাকারী হইয়া রহিল কিন্তু তাহার শব্দেতেও তাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেক না। পরে সেই শৃগাল অন্য ক্ষুদ্রপশুর দিগকে আপন নিকটে দরবারের সময় দাঁড় করাইত শিবারা প্রথম সারিতে এবং খেঁকশি য়ালিরা দ্বিতীয় সারিতে হরিনেরা ও তৃতীয় সারিতে

বানরেরা চতুর্থ সারিতে গোবাঘারা পঞ্চম সারিতে ব্যাঘ্রেরা ষষ্ঠ সারিতে হস্তীরা সপ্তম সারিতে সকলে এই প্রকার দাঁড়াইয়া থাকিত। যখন শিবারা রব করিত তখন সেই সঙ্গে ঐ শৃগাল শব্দ করিত এ কারণ তাহার রব কেহ অনুমান করিতে পারিত না। কএক দিবস পরে সেই শৃগাল অন্য শিবারদের সহিত কলহ করিয়া তাহারদিগকে দূর করিয়া ব্যাঘ্র আর হস্তীকে আপন নিকটে স্থান দিল রাত্রি হইলে সেই শিবারা শব্দ করিত সেই শব্দ শুনিয়া সরদার শৃগাল তাহারদিগকে চুপ করাইতে না পারিয়া আপনিও রব করিতে লাগিল তখন নিকটস্থ জন্তুরা সেই রব শুনিয়া লজ্জিত হইয়া সেই শৃগালকে ধরিয়া বধ করিলেক।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলে যে ও কর্ত্রী ভাল মন্দ সকলের কথার দ্বারা জানা যায় অতএব আপন বন্ধুর নিকট